বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'আদিবাসী' পরিচয়ঃ আইনী ও মানবাধিকার প্রেক্ষিত শীর্ষক আলোচনা সভা
৭ জুন ২০১০, জাতীয় প্রেসক্লাব, ভিআইপি লাউঞ্জ, ঢাকা
আয়োজনেঃ কাপেং ফাউন্ডেশন

পার্বত্য চট্টগ্রাম
ও
সমতলের ক্ষুদ্র জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠীসমূহকে কেন আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করা উচিত

রাজা দেবাশীষ রায়
চাকমা রাজা ও এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট
devasish59@yahoo.com
[Please do not cite or quote without the author's permission]

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের ক্ষুদ্র জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠীসমূহকে কেন আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করা উচিত

রাজা দেবাশীষ রায়
চাকমা রাজা ও এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট
devasish59@yahoo.com

সূচনা

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতিগোষ্ঠী ও সমতলের বিভিন্ন স্বল্প জনসংখ্যার জাতিগোষ্ঠীসমূহকে কি নামে অভিহিত করা যাবে তা একটি বিশেষ আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিককালের 'আদিবাসী' ও 'indigenous' শব্দ পরিহার করে 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহার করার জন্য সরকারী কর্তকর্তাদেরকে পরামর্শ।[১] অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসী নেতা ও দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তকে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং এ সকল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করার আহ্বান জানিয়েছে।[২] বাংলাদেশের আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা হলোঃ

২. আইনের দৃষ্টিতে আদিবাসী, indigenous, উপজাতি ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ

সাংবিধানিক আইন

২.১ বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহকে সম্বোধন করার ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা বা পরামর্শ নেই। সংবিধানে লেখা আছে যে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেনা।"[৩] তবে, শর্ত থাকে যে, "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেনা।"[৪] সুতরাং সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিশেষ পদ ব্যবহারের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ধরণের অবস্থান নেই। অন্য কথায়, সরকার ও নাগরিকদের পছন্দমত শব্দ দিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে অভিহিত করার কোন আইনগত বাধা নেই, যদি তা অন্যভাবে সংবিধানের বা অন্য আইনের পরিপন্থী না হয়।

দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন ও নীতিতে 'aboriginal', 'আদিবাসী' ও 'indigenous'

২.২ দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে আদিবাসীদেরকে বিভিন্নভাবে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫০ সনের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন (১৯৫১ সালের পূর্ববঙ্গ আইন নং- ২৮) এর ৯৭ ধারার মাধ্যমে সমতল জেলা সমূহের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের জমি বাংলাদেশের আদিবাসী ব্যতীত অন্য জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তির নিকট মালিকানা হস্তান্তরের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই ধারাতে আদিবাসীদেরকে "aboriginal castes and tribes" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৫] এই আইনটি সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ ও প্রথম তফসীলে অন্যান্য কিছু আইনসহ বিশেষভাবে সংরক্ষিত। সুতরাং সমতলের আদিবাসীদেরকে aboriginal (যা আদিবাসী শব্দের সমার্থক) হিসেবে অভিহিত করাকে আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ইদানিং কালের আরো দুটি আইনে আদিবাসী বা তার সমার্থক শব্দের প্রচলন দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল, ২০১০ যেখানে "জনগোষ্ঠী" শব্দের ব্যাখ্যা প্রদানে "আদিবাসী" শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর জন্য আমি বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাই। তবে সংশ্লিষ্ট আইনের ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিরোনামে "নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী" না বলে "আদিবাসী" বললে আরও ভালো হতো। কারণ এই প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল আদিবাসী নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা ভাষাভাষী বা উর্দূভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীসমূহের জন্য নয় (বাঙ্গালীও তো নৃগোষ্ঠী)। আরেকটি হচ্ছে, ১৯৯৫ সনের অর্থ আইন (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন), যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ব্যক্তি কর্তৃক আয়কর প্রদানের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে তাদেরকে indigenous hillman হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৬] অনুরূপভাবে এই শব্দের প্রচলন CHT Regulation 1900 ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি ও স্মারকেও দেখা যায়।[৭] এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৮ (PRSP, 2008)[৪] ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৯ (PRSP, 2009)[৯]-এ বাংলাদেশের আদিবাসীদেরকে "indigenous people" হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৫ (PRSP, 2005)- এ তাদেরকে adivasi হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 – **এ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীসমূহকে** indigenous hillman **অথবা** indigenous tribe **হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।**[১১] **অন্যদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮- এ পার্বত্য আদিবাসীদেরকে "উপজাতি" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।**[১২]

আদালতের রায়ে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ

২.৪ বিভিন্ন স্তরের আদালতে ভিন্ন ভিন্ন আইনকে ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে আদিবাসীদেরকে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের Sampriti Chakma v. Commissioner of Customs (5 BLC, AD, 2000: 29)- **এ আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারীকে** 'indigenous hillman' **হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।**

সরকার প্রধান কর্তৃক 'আদিবাসী' সম্বোধন

২.৫ স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত রেওয়াজকে সম্ভবতঃ আমলে এনে বাংলাদেশের একাধিক সরকার প্রধান আদিবাসীদেরকে "আদিবাসী" হিসেবে সম্বোধন করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা ৯ আগষ্ট ২০০৯ খ্রীঃ তারিখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় আদিবাসীদেরকে "আদিবাসী" হিসেবে সম্বোধন করেছেন।[১৩] **এর পূর্বে ঐ একই অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মাননীয় ড.ফখরুদ্দীন আহমেদ (প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা) (২০০৮ সনে)**[১৪] **এবং মাননীয় খালেদা জিয়া, (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী) (২০০৩ সনে) আদিবাসীদেরকে আদিবাসী হিসেবে সম্বোধন করেন।**[১৫]

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে indigenous বনাম tribe

২.৬ ২০০৮ সালে জাতিসংঘ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples **গ্রহণ করে। উক্ত দলিলে বিশ্বের আদিবাসীদিগকে** indigenous peoples **হিসেবে অভিহিত করা হয়।**[১৬] **এছাড়া আদিবাসীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বর্ষ ও দুটি আন্তর্জাতিক দশক (দ্বিতীয় দশক চলমান) উদযাপনেও জাতিসংঘ কর্তৃক সেই একই পদ (**indigenous peoples**) ব্যবহার করা হয়েছে।**[১৭] **জাতিসংঘের বিশ্ব শ্রম সংস্থা (**ILO**) এর আদিবাসী ও ট্রাইবেল জাতিগোষ্ঠী কনভেন্সন, ১৯৮৯** [Indigenous and Tribal Peoples Convention,1989 (Convention No. 169)]-**এ** indigenous **এবং** tribal **উভয় শব্দের প্রচলন থাকলেও নব্বই দশক থেকে ক্রমান্বয়ে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে** tribal **শব্দ পরিহার করা হয় এবং** indigenous **শব্দের প্রচলনই বেশী হতে থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মহলে** tribal **শব্দটির প্রচলন নেই বললেই চলে। বিশ্বব্যাংকের আদিবাসী বিষয়ক নীতিমালায় {**Operational Procedure (OP) 4.10 **ও** Bank Procedure (BP) 4.10} Indigenous Peoples **-এর সংজ্ঞাতে উল্লেখ করা হয় যে, বিভিন্ন দেশীয় আইন ও দলিলে** tribes, tribals, ethnic minorities **ইত্যাদি শব্দে অভিহিত জনগোষ্ঠীকে বিশ্বব্যাংক** indigenous peoples **হিসেবে পরিগণিত করবে।**[১৮] **অনুরূপভাবে** Asian Development Bank (ADB)[19] **ও দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থা (যথাঃ** DANIDA, NORAD, DFID**)**[২০] **এবং জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাসমূহের (যথাঃ** UNDP, IFAD**)** Indigenous Peoples Policy **-তেও অনুরূপভাবে** indigenous **শব্দটি ব্যবহার করা হয়।**[২১] Tribe **বা** tribal **শব্দের সাথে বর্বর, আদিম, অনুন্নত ইত্যাদি ভ্রান্ত ও অসন্মানজনক ধারণা সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এ শব্দসমূহের প্রয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে,**[২২] **যদিওবা বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষাপটে এই শব্দসমূহের প্রচলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতেও দেখা যায়।**[২৩] **অন্যদিকে চীন, ভিয়েতনাম ও লাওস-এ** ethnic minority **শব্দের প্রচলন বেশী দেখা যায়। জাতিসংঘের বিশ্ব শ্রম সংস্থা (**ILO**) এর আদিবাসী ও ট্রাইবেল জাতিগোষ্ঠী কনভেন্সন, ১৯৮৯ {**Indigenous and Tribal Population Convention, 1989 (Convention No. 107)} **বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৭২ সালে অনুসমর্থন করা হয়। এর পূর্বেও** convention **টি পাকিস্তান আমলে এ দেশে প্রযোজ্য ছিল যেহেতু ১৯৬০ সনে পাকিস্তান সরকার এই** convention **টি অনুমোদন করে। এই** Convention **এর সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশের বর্তমানে যারা আদিবাসী হিসেবে দাবী করছে তারা সন্দেহাতীতভাবে** indegenous peoples **এর আওতাভুক্ত। কারণ এই** convention **এর সংজ্ঞার সাথে সংহতি রেখে বাংলাদেশের এ সকল জাতিগোষ্ঠীসমূহ "উপনিবেশীকরণ", "রাজ্য বিজয়" বা "রাষ্ট্রের বর্তমান সীমানা প্রতিষ্ঠিত হবার" সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করতো। উল্লেখ্য যে, এই** convention **এ**

indigenous ও tribal দুই শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ থাকলেও এই convention এর আওতাভূক্ত অধিকারসমূহ indigenous ও tribal জনগোষ্ঠীর উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হয়।

অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসমর্থন/অনুমোদনের সময় আপত্তিকর বিধিনাবলীর ব্যাপারে রাষ্ট্র reservation রাখতে পারে। তবে এই convention অনুসমর্থন বা অনুমোদনের সময় কোন reservation করা যায় না। তবে, উত্তরপূর্ব ভারতের অনেক রাজ্যে আদিবাসী বলতে কেবল চা বাগানের শ্রমিকের অন্তর্ভূক্ত সান্তাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীকে বোঝায় পক্ষান্তরে এই অঞ্চলের আদিবাসী খাসী, গারো, মিজো ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীকে 'tribe' হিসেবে সম্বোধন করা হয় এবং তারা 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচিত হতে নারাজ, কিন্তু ইংরেজীতে `indigenous' পরিচয় গ্রহণ করে। এই convention অনুসমর্থনের সময় বা পূর্বেও বাংলাদেশ সরকার indigenous শব্দের প্রয়োগের বেলায় কোন প্রশ্ন তোলে নাই। এখন তা তোলা অবশ্যই অযৌক্তি ও মানবাধিকার বিরোধী।

শব্দচয়নঃ উপজাতি, tribal ও আদিবাসী

৩. উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, tribe বা tribal শব্দের বিরুপার্থক সংশ্লেষের কারণে indigenous শব্দকে {এবং কোন কোন ক্ষেত্রে aboriginal শব্দ (যথাঃ কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায়)} অধিক ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে, আপাতদৃষ্টিতে tribe বা tribal ও উপজাতি শব্দের অর্থ একই মনে করা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে tribe বা tribal শব্দের চাইতে উপজাতি শব্দের মধ্যে অধিকভাবে বর্ণবাদী, জাত্যাভিমানী, জাতিবিদ্বেষী ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচলন দেখা যায়। এর কারণে বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের অনেকেই tribe / tribal শব্দকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও বর্তমানেও করে। উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাগুলোর মধ্যে কেবল বাংলা ভাষায় tribe বা tribal কে উপজাতি (আক্ষরিক অর্থে sub-nation) হিসেবে অনুদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে উত্তর ভারতের হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাতে ইংরেজীতে indigenous এবং tribal এই দুই শব্দকে adivasi (আদিবাসী) হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের সংবিধানে ইংরেজী 'scheduled tribe'-কে হিন্দী সংস্করণে "অনুসূচিত (তফসীলি) জনজাতি" ও 'scheduled caste'-কে "অনুসূচিত (তফসীলি) জাতি" হিসেবে অনুদিত করা হয়েছে।[২৪] অনুরূপভাবে, নেপালী ভাষায় 'আদিবাসী' ও 'জনজাতি' এই দুই শব্দের প্রচলন দেখা যায়।[২৫] হিন্দী ও নেপালীতে 'উপজাতি' বা তার সমার্থক কোন শব্দের প্রচলন দেখা যায় না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী / উপজাতি/ indigenous ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

৪. দেশের উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যেমনঃ সান্তাল, ওরাওঁ, কোচ, রাজবংশী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীকে বাংলা ভাষাভাষীরা সাধারণত 'আদিবাসী' হিসেবে সম্বোধন করে থাকে। এটা যৌক্তিকভাবেই হয়ে আসছে যেহেতু বরেন্দ্রভূমির বহু এলাকায় বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে এ সকল আদিবাসী মানুষেরা বসবাস করতো। যদি এমনও হয়ে থাকে যে, সেই জনগোষ্ঠীসমূহের মানুষেরা তার কিছুকাল পূর্বে বর্তমানের ভারতের সীমানা থেকে এসেছে। সেই ক্ষেত্রেও তারা "আদি"-তে এসেছে। সুতরাং তাদেরকে আদিবাসী বলা তথাপিও অযৌক্তিক নহে। আমেরিকা মহাদেশের বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ন্যায় হাজার হাজার বছর বসতি হয়নাই বলে তাদেরকে আদিবাসী বলা যাবে না কথাটা অগ্রহণযোগ্য।

অনুরূপভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও দেখা যায় যে, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ ১১টি পার্বত্য জাতিগোষ্ঠীসমূহ বিগত ৫০০ বছরেরও অধিককাল ধরে (দক্ষিণ এশিয়ায় পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বে) পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতো। ১৮০০ শতকের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী জনগোষ্ঠীর কোন স্থায়ী বসতি ছিলনা। সুতরাং আক্ষরিক অর্থেও পার্বত্য আদিবাসীরা পার্বত্যাঞ্চলে নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে দাবী করতে পারে। তাছাড়া তারা তো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার আদিবাসী হিসেবে দাবী করছে, ঢাকার বা দেশের অন্যত্র অঞ্চলের আদিবাসী হিসেবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে বাঙ্গালীরা 'পাহাড়ী' হিসেবে অভিহিত করে থাকে। তবে, ১৯৯৩ এর পর থেকে পার্বত্যাঞ্চলসহ দেশের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার রেওয়াজ চলে আসে। এখন অবস্থা এখানে দাঁড়িয়েছে যে, বাংলা ভাষা-ভাষীরা আদিবাসীদেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে সম্বোধন করে আসছে এবং আদিবাসীরা এখন নিজেরা যদি 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচয় দিতে চায় তা তাদেরকে করতে দেয়া হবে না।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদিবাসী বা indigenous

৫. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপন করে আসছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে আদিবাসীদের বসতি ছিল। পক্ষান্তরে, মিয়ানমার ও উত্তর পূর্ব ভারতের ন্যায় বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান অপেক্ষাকৃত ইদানিংকালের। প্রসঙ্গক্রমে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীসমূহের দেশে আগমনও অপেক্ষকৃত ইদানিংকালের হতে পারে। তবে, বাংাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সমূহ যখন তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে বসতি স্থাপন করে সেখানে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিজিত করে বসতি স্থাপন করেছিল এরকম কোন প্রমাণ মিলেনা। সুতরাং সেক্ষেত্রেও তাদেরকে আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক নয়। তবে, অবশ্যই পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে কোন না কোন এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করতো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিবাসনের মাধ্যমে নতুন অঞ্চল বা এলাকায় বসতি করে।[২৬] তবে যে-ই জাতিগোষ্ঠী কোন স্থানে পূর্বে বসতি স্থাপন করে এবং কোন এলাকার জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ লালন পালন করে সে ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু অগ্রাধিকার থাকাটা অন্যায় নয়। তথাপিও মনে রাখা দরকার যে- কোন এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করা ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক উপাদান আছে যেগুলো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। জাতিসংঘের প্রখ্যাত আদিবাসী বিষয়ক Special Rapporteur Erica I. Daes ও Special Rapporteur Jose Martinez Cobo প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৭] যথা: (ক) রাষ্ট্রীয় আইনের চাইতে প্রথাগত আইনের মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তরীন বিরোধ নিস্পত্তি করা; (খ) প্রথাগত আইন কার্যকর করার জন্য সনাতনী অথবা ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি; (গ) একটি বিশেষ আবাসভূমির সাথে আত্মীক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক; (ঘ) ধর্মীয় বহুমাত্রিকতা; (ঙ) আধুনিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার সাথে অসম্পৃক্ততা অথবা অত্যন্ত প্রান্তিক সম্পৃক্ততা; ও (চ) বর্তামনের রাষ্ট্রশাসন প্রক্রিয়ায় খুবজোর প্রান্তিক ভূমিকা থাকা। শেষোক্ত দুই বৈশিষ্ট্যই (ঙ ও চ) মানবাধিকার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ন। বাংলাদেশের সাংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি প্রবর্তনে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভুমিকা ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত নগন্য ছিলো অথবা একবারেই ছিলনা। বর্তমানেও সরকারের অংশ হিসেবে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার একাধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সদস্য থাকলেও তাদের ভূমিকার সুফল দীর্ঘমেয়াদে কতখানি থাকবে তা এখনও বোঝার সময় হয়নি। সে যাই হোক, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই জাতিগোষ্ঠীসমূহের পরিচয়কে স্বীকৃতি প্রদান করা। তাই বাংলাদেশের সকল আদিবাসীকে 'আদিবাসী' হিসেবে দেশের সংবিধানে সন্মানজনকভাবে ও যথাযথ স্বীকৃতি দিলে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা হবে এবং বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অধিকার কোন মর্মে খর্ব হবেনা। বরং বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু বাঙালীর জনগোষ্ঠীর উদারতার প্রকাশ পাবে এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমুর্তি সমৃদ্ধ হবে।

মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট পঞ্চম সংশোধনীর রায়ের মাধ্যমে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা পুন: প্রতিষ্ঠায় যে অগ্রযাত্রা শুরু হলো তার যথাযথ বাস্তবায়নে আদিবাসীদেরকে আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে বাংলাদেশের গৌরব আরো বাড়বে। এই প্রত্যাশা আমার, আরও অনেক আদিবাসীর ও অনেক গণতন্ত্রবাদী ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাংলাদেশী নাগরিকের।

---

[1] অশোক কুমার চাকমা, "Who decides Whose Indentity", The Daily Star, Dhaka, 24 February, 2010. অনুরূপভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করেছিল. দেখুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৯.০৪.২০০৬ খ্রী: তারিখের স্মারক ও রাজা দেবাশীষ রায়, The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples and ILO Office Dhaka, Bangladesh July 2009, p. 7, footnote 31.

[2] অশোক কুমার চাকমা,.....দ্রষ্টব্য।

[3] অনুচ্ছেদ ২৮(১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

[4] অনুচ্ছেদ ২৮(৪), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

[5] এই আইনে সান্তাল, গারো, হাজং, কোচ, মুন্ডা ও ওঁরাও সহ ২১টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ আছে।

[6] অনুচ্ছেদ ২৭, ১৯৯৫ সনের অর্থ আইন (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)।

[7] Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900- এর তফসীল ও ৪, ৬ ও ৫২ নং বিধি ও তফসীল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯৬৭, ১৯৮০, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫-এর স্মারকেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। স্মারকের নাম্বারের জন্য দেখুন রাজা দেবাশীষ রায়, *The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review*, Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples and ILO Office, Dhaka, Bangladesh, July, 2009, footnote no. 40.

[8] General Economic Division, Planing Commission, Government of Peoples Republic of Bangladesh, Moving Ahead: National Strategy for *Accelerated Poverty Reduction II (FY 2009-11)*("PRSP-II"), 2008.

[9] আরও দেখুন, Macro and Perspective Planning Wing, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, "Perspective Planning for Bangladesh: 2010-2021".

[10] General Economic Division, Planning Commission, Government of People's Republic of Bangladesh, *Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, October, 2005, . (FY 2009-11)*("PRSP-II"), 2008.

[11] ফুটনোট ৭ দ্রষ্টব্য।

[12] দেখুন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ২,৪ ও ৬ নং ধারা। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ২, ৫, ৭, ও ৮ নং ধারা।

[13] সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, "Solidarity", Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka, 2009.

[14] সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, "Solidarity", Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka, 2008.

[15] সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, "Solidarity", Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka, 2003

[16] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৬১/২৯৫ নং রেজুলেশন দ্বারা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খ্রীঃ তারিখে গৃহীত।

[17] জাতিসংঘ ১৯৯৩ কে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণা দেয় এবং ১৯৯৫-২০০৪ এবং ২০০৫-২০১৪-কে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আন্ত র্জাতিক দশক ঘোষণা দেয়।

[18] Operational Policy 4.10 এর ৩ নং ধারাতে নিম্নরূপ বর্ণণা রয়েছেঃ "*Identification.* Because of the varied and changing contexts in which Indigenous Peoples live and because there is no universally accepted definition of "Indigenous Peoples," this policy does not define the term. Indigenous Peoples may be referred to in different countries by such terms as "indigenous ethnic minorities," "aboriginals," "hill tribes," "minority nationalities," "scheduled tribes," or "tribal groups."

[19] ২০ জানুয়ারী, ২০১০ থেকে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক-এর "Environment, Involuntary Resettlement and Indigenous Peoples" সংক্রান্ত নুতন পলিসি কার্যকর হয়। এখানে বিশ্ব ব্যাংক-এর 'indigenous peoples'-এর সংজ্ঞায় ন্যায়/নিয়ে অনুরূপ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়।

[20] দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাদের মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, স্পেন ও নেদারল্যাণ্ড-এর আদিবাসী বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে। এর মধ্যে ডেনমার্ক সরকার তা (Danish Ministry of Foreign Affairs, 2004. *Strategy for Danish Support to Indigenous Peoples*, Ministry of Foreign Affairs, 2, Asiatisk Plads,DK-1448 Copenhagen K. Denmark (http://www.netpublikationer.dk/um/5751/index. htm) সবচাইতে উদারপন্থী।

[21] জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে UNDP ও IFAD-এর বিশেষ আদিবাসী বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে। ২০০৯-এ গৃহীত IFAD এর নীতিমালা তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল।

[22] সীমিত পরিসরে এই শব্দ বা তার প্রতিশব্দ আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতে ব্যবহার হলেও আগের চাইতে অনেক কম।

[23] কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়াতে 'aboriginal ' শব্দের প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায়, যদিওবা কানাডাতে 'indigenous' ও "First Nations" শব্দেরও প্রচলন রয়েছে।

[24] দেখুন, যথা, Article 46, Constitution of India.

[25] Draft Constitution of Nepal. দেখুন UNCESCR, UN Document E/C.12/NPL/Co/2, paragraph 28 ও the National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act of Nepal (2002).

[26] প্রশান্ত ত্রিপুরা, "আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক", "Year of the Indigenous People", Dhaka, 1993

[27] দেখুন: Jose Martinez Cobo, *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations,* 1986, UN Document: E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4. Erica-Irene Daes, (i) *Reports on the Study: Indigenous Peoples and their Relationship to Land* (1997), E/CN.4/Sub.2/1997/17, (ii) *Indigenous Peoples: Permanent Sovereignty Over Natural Resources (2002),* E/CN.4/Sub.2/2002/23, (iii) *Indigenous Peoples: Keepers Of Our Past – Custodians Of Our Future*, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen, 2008.